চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ৮ আগস্ট'২০২৩খ্রি.

বঙ্গমাতার আত্মত্যাগ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বঙ্গবন্ধুর সাফল্যেঃ মেয়র রেজাউল

বঙ্গমাতার আত্মত্যাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার সাফল্যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

মঙ্গলবার চসিকের টাইগারপাসস্থ কার্যালয়ে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর কনফারেন্স রুমে খতমে কোরআন, দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় অংশ নেন মেয়র রেজাউল।

এসময় মেয়র বলেন, বঙ্গমাতার আত্মত্যাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার সাফল্যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। জেল-জুলুমে বিপর্যস্ত জাতির পিতাকে তিনি উৎসাহ দিয়ে গেছেন আইয়ুব খানের মতো স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়তে। বঙ্গমাতার জীবন নিয়ে গবেষণা আর প্রচারের অভাবে মহীয়সী এ নারীর ভূমিকা মানুষের কাছে সেভাবে পৌঁছেনি। এজন্য বঙ্গমাতার অবদানকে জাতির কাছে তুলে ধরতে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস।

"মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালের অস্থির সময়ে ছাত্র রাজনীতি করার সুবাদে বঙ্গমাতাকে দেখেছি। অত্যন্ত সাধাসিধা জীবন। এমনকি পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রথম ফার্স্ট লেডি হওয়া সত্ত্বেও নিরহংকারী বঙ্গমাতা অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত সময় কাটাতেন। প্রতিটি সফল পুরুষের পিছনে একজন নারীর অবদান থাকে। বঙ্গবন্ধুর সাফল্যে নীরবে এ অবদান রেখেছেন বঙ্গমাতা।

চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় অংশ নেন প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন, কাউন্সিলর মোহাম্মদ সলিম উল্ল্যাহ বাচ্চু, শৈবাল দাশ সুমন, এম আশরাফুল আলম, আবদুস সালাম মাসুম, ,আবদুল মান্নান, রুমকি সেনগুপ্ত, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুনিরুল হুদা, শিক্ষা কর্মকর্তা উজালা রানী চাকমা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিব দাশ, শাহীন উল আলম, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. ইমাম হোসেন রানা, উপ-সচিব আশেক রাসুল টিপু, সিবিএ সভাপতি ফরিদ আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমানসহ চসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

নালায় পড়ে প্রাণ হারানো নিপার পরিবারের পাশে মেয়র

রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিতে জলমগ্ন নালায় পড়ে প্রাণ হারানো নিপা পালিতের শোকগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

মঙ্গলবার মেয়র নিহত নিপা পালিতের পরিবারের হাতে নগদ ১ লক্ষ টাকার অনুদান তুলে দেন, আশ্বাস দেন নিহতের পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি দেয়ার।

এসময় নিহতের পরিবার জানায়, নিহত নিপা দীর্ঘদিন ধরে মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিল। দূর্ভাগ্যজনকভাবে পথচলার সময়ে পানিভর্তি নালার পাশে হঠাৎ মাথা ঘুরে সে পড়ে যায় এবং অসুস্থতার কারণে নালা থেকে উঠতে না পেরে মারা যায়।

নিহতের পরিবারের সাথে সাক্ষাতের পর উপস্থিত সাংবাদিকদের মেয়র বলেন, নিপার মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। সন্তানের এমন চলে যাওয়া কোনো বাবা-মায়ের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব না। সন্তান হারানোর মতো এত বড় বেদনা আর হতে পারে না। মহান সৃষ্টিকর্তা নিপার পরিবারকে এই শোক সইবার শক্তি ও ধৈর্য্য দিক।

“নিহত নিপা পালিতের পরিবার আর্থিকভাবে অত্যন্ত অস্বচ্ছল হওয়ায় আমি তাকে আর্থিক অনুদান দিয়েছি। এছাড়া নিহতের বোন উপমা পালিত উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত, ওর পড়াশোনা শেষ হলে চাকরি প্রদান করব।”

এসময় এলাকাবাসী ১ নম্বর দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মেয়রকে জানালে, মেয়র তাৎক্ষণিক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মৌখিক নির্দেশনা দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর গাজী মো. শফিউল আজিম, আবদুল মান্নান, আশরাফুল আলম, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, নির্বাহী প্রকৌশলী রিফাতুল করিমসহ এলাকাবাসী।

সোমবার সকাল ৯টার দিকে নগরের ১ নম্বর দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডের ইসলামিয়াহাট এলাকায় হাটহাজারী সরকারি কলেজের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নিপা পালিত পাহাড়ি ঢলের পানিতে ডুবে মারা যান। ওই এলাকার উত্তম পালিতের মেয়ে তিনি।

জলাবদ্ধতার কারণ অনুসন্ধানে সভা করল চসিক
জলাবদ্ধতার কারণ এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান খুঁজতে সভা করেছে চসিক

মঙ্গলবার বিকালে টাইগারপাস্থ চসিক কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় একাধিক কাউন্সিলর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (সিডিএ) দ্রুততম সময়ে জলাবদ্ধতা প্রকল্প শেষ করতে তাগিদ দেয়ার জন্য সিটি মেয়রের কাছে আবেদন জানান। কাউন্সিলররা বলেন, জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ এলাকার প্রকৃতি সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকায় সিডিএ'র জলাবদ্ধতা নিরসণ প্রকল্পে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা এবং তাদের পরামর্শ নেয়া উচিত ছিল। এটি করা হয়নি বলেই জলাবদ্ধতা নিরসণ প্রকল্প জনস্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে।

চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি, ঢলের পানি, জোয়ার আর অসমাপ্ত প্রকল্প-সব মিলিয়ে চট্টগ্রামতো বটেই বান্দরবান আর সাতকানিয়ার মতো এলাকায়ও পানি উঠেছে। আমরা পানিবন্দি মানুষদের বাসায় বাসায় খাবার পৌঁছে দিচ্ছি। মানুষ কষ্টে আছে। আমরা দ্রুততম সময়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য কাজ করছি।

তিনি চসিক প্রকৌশল বিভাগকে বিদ্যমান অবস্থায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার আরো উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশনা প্রদান করেন।

চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, সংস্কার কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। এবারের জলাবদ্ধতা মোকাবিলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এমনভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে নগরীতে এ ধরনের জলাবদ্ধতা না হয়।

প্রবল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের বিবরণ এবং তা সংস্কারের কৌশল তুলে ধরে চসিকের প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক বলেন, বৃষ্টির পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংস্কারে আমরা কাজ করছি এবং যেসব পয়েন্টে পানি বিভিন্ন বাধার কারণে পানি জমে আছে সেসব বাধা সরানোর জন্য কাজ চলছে। কয়েকটি সরকারি সংস্থা ইউটিলিটি সার্ভিস লাইন বসানোয় নগরীতে জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

"দীর্ঘমেয়াদী সমাধান চাইলে ড্রেনেজ সার্কেল গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ সিভিল ও মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারের সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত টিম গড়ে তুলতে হবে যারা সারা বছর নগরীর জলপ্রবাহ, খাল-নালার পানি তোলার কাজ তদারক করবে এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।"

মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম উপস্থিত সকল কাউন্সিলরকে এলাকায় ড্রেনে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা দেখার ও দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করার উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি দ্রুত রাস্তায় সৃষ্ট গর্তগুলো ভরাট করে জন ও যান চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য প্রকৌশল বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর হাজী নুরুল হক, ছালেহ আহম্মদ চৌধুরী, নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, সলিমুল্লাহ বাচ্চু, গোলাম মোহম্মদ জোবায়ের, হাসান মুরাদ বিপ্লব, জিয়াউল হক সুমন, মোবারক আলী, জহুরুল আলম জসিম, শফিকুল আলম, কাজী নুরুল আমীন, মোঃ মোর্শেদ আলী, আবদুস সালাম মাসুম, মো. ইসমাইল, মো. নুরুল আমিন, আশরাফুল আলম, এসারারুল হক, নুরুল আমীন, পুলক খাস্তগীর, আবদুল মান্নান, মো. ইলিয়াস, নুর মোস্তফা টিনু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর আনজুন আরা বেগম, ফেরদৌসী আকবর, জাহেদা বেগম পপি, হুরে আরা বেগম, রুমকী সেনগুপ্ত, রোজি আক্তারসহ চসিকের বিভিন্ন বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ।

চসিক পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন
সাধারণ সম্পাদক রিপন কিশোর রায়

ভিন্নতার কারণে ধর্মের পার্থক্য থাকলেও সবার লক্ষ্য এক সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির লাভ ও তার আশীর্বাদ কামনা সবধর্মের প্রার্থনার মুল লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা (প্রতিমন্ত্রী) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

মঙ্গল সকালে বাটালি হিলস্থ নগর ভবনের মেয়র দপ্তরে চসিক পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমনের সভাপতিত্বে ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার চৌধুরীর সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন-কাউন্সিলর এম আশরাফুল আলম, আবদুস সালাম মাসুম, গোলাম মোহাম্মদ, আবদুল মান্নান, সংরক্ষিত কাউন্সিলর নিলু নাগ, রুমকী সেন গুপ্ত, প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, কৃষ্ণ প্রসাদ দাশ, সমীর কর, অঞ্জন চক্রবর্তী, রিপন কিশোর রায়, পল্লব কুমার দাশ, টিংকু দাশ, তবলু দাশ, সীমা দে, সেতু শীল প্রমুখ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক রতন কুমার চৌধুরী এবং গত বছরের অর্থ প্রতিবেদন পাঠ করেন বিনয় ভূষন আচার্য্য।

মেয়র বলেন, দর্গোৎসব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উৎসব। বর্তমান সরকার এ উৎসবকে রাষ্ট্রীয় উৎসব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছন। কাজেই এই পূজা যাতে স্বার্থক, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন হয় সেই বিষয়ে সকলকে সজাক থেকতে হবে এবং দুষ্কৃতিকারা যাতে পূজা উৎসবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পরে।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা (প্রতিমন্ত্রী) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী সকলের সম্মতি ক্রমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি পদে কাউন্সিলর শৈবাল দাশ ও সাধারণ সম্পাদক পদে রিপন কিশোর রায় এর নাম ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮